MOVE
MOTIVATE AND ORGANIZE VOLUNTARY ENGAGEMENT

তারিখঃ জুলাই ৩১, ২০১৭

সুশীল সমাজের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সামগ্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা নিয়ে মুভ ফাউন্ডেশনের প্রস্তাবনা সমূহঃ

১। নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণঃ

ক) সুষ্ঠু নির্বাচনের উপাদান, বৈশিষ্ট্য, ও মাপকাঠি কমিশন কর্তৃক সংজ্ঞায়িত করে দেওয়া।

খ) কমিশন কর্তৃক আস্থা অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ (confidence building measure) ও পথনকশায় উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তৃতীয় পক্ষ দিয়ে মনিটরিং ও অডিট করা এবং দুই মাস পরপর জনসম্মুখে তা প্রকাশ করা যাতে কমিশন নিয়ে জনমনে আস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

২। নির্বাচনী ব্যয়ে শৃঙ্খলা আনতে ভোটার নম্বর প্রদান ডিজিটাইজ করাঃ

ক) নির্বাচনে প্রার্থীদের টাকা ছড়ানোর একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে 'ভোটার স্লিপ' ছাপা, লেখা ও বিতরণ এবং এর নাম করে কর্মী/ক্যাডার ভাড়া করে বাড়ি-বাড়ি পাঠানো (ও ক্ষেত্র বিশেষে ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো)। নির্বাচনী ব্যয়ের লাগাম টানতে ভোটার নম্বর জানানোর প্রক্রিয়াটি নির্বাচন কমিশন মোবাইল অপারেটর ও বিটিআরসি'র সহায়তা নিয়ে ডিজিটাইজ করে নিজেই মুঠোফোনে পাঠাতে পারে এবং দেশব্যাপী বিস্তৃত ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রে টাঙিয়ে দিতে ও সফট কপি সরবরাহ করতে পারে।

৩। জোটবদ্ধ নির্বাচন প্রক্রিয়ার নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রতীক ব্যবহার সুনির্দিষ্টকরণঃ

ক) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত নাম সর্বস্ব ছোট দলগুলো 'হর্স ট্রেডিং' ও 'ব্ল্যাকমেইলিং' এ লিপ্ত থাকে এবং প্রায়শই শেষ মুহূর্তে দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গীকে পরিবর্তন করে। এ অপসংস্কৃতি রোধ করতে জোটবদ্ধ নির্বাচনের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যাতে নির্বাচনের কমপক্ষে তিন মাস আগে জোটভুক্ত দলের অপরিবর্তনীয় ও চুড়ান্ত তালিকা কমিশনের কাছে প্রদানের নিয়ম উল্লেখ থাকবে।

খ) (যদিও কোর্টে বিবেচনাধীন) নিবন্ধিত দলের পক্ষ থেকে অন্য দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা; সেইসাথে জোটভুক্তির নাম করে যে দলের প্রতীকে নির্বাচন করবে, প্রার্থীকে সেই দলের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা এবং মুল দলের সদস্যপদ রহিত করা। এক দলের প্রতীকে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলকে প্রতিনিধিত্ব করা ভোটারদের সাথে প্রতারণার সামিল ও সংসদ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

৪। নির্বাচনকালীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়নঃ

ক) নির্বাচনকালীন সময়ে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রচারণা চালানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যাতে ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহার, সংখ্যালঘু ও ধর্মভীরু হয়রানি, ব্যক্তিগত আক্রমন, উস্কানিমূলক বক্তব্য, অপপ্রচার প্রভৃতি রোধ করা যায়, এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আইনি কর্মকর্তা দ্বারা যাচাই করে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রার্থিতা বাতিলের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। সেইসাথে নিবর্তনমূলক তথ্যপ্রযুক্তি আইনের অপব্যবহার করে কাউকে যাতে হয়রানি না করা হয় তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫। প্রার্থিতা সংক্রান্ত নির্বাচনী আইনে সংস্কারঃ

ক) দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের নিকটতম পারিবারিক সদস্যদের (immediate family members) নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা –যাতে পরবর্তীতে এরা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ না পায়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রগতিশীলতাকে ধারণ না করা গেলেও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কিন্তু লালন করা যায়।

খ) সরকারি চাকরি থেকে অবসর, অপসারণ বা পদত্যাগের পর কমপক্ষে পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। সেইসাথে যেসব সরকারি কর্মচারী নিজেদের অনুকূলে নির্বাচনী আইন পরিবর্তনের কথা বলছেন তাদের চিহ্নিত করা এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করে এমন ও নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কাজ থেকে তাদের দূরে রাখা।

৬। অবিতর্কিত রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগঃ

ক) বিতর্ক এড়াতে শুধুমাত্র প্রশাসন ক্যাডার থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ না করে নির্বাচন কমিশনের দক্ষ কর্মকর্তাদের এবং ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট জেলার প্রতিষ্ঠিত সরকারী কলেজের অধ্যক্ষদের পদায়ন করা। সর্বোপরি, কমিশনের সক্ষমতা বাড়াতে স্বতন্ত্র নির্বাচন-ক্যাডার বিসিএস পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া যাতে নির্বাচনের সময় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে ইসি সমমর্যাদায় ও সুচারুরূপে কাজ সম্পাদন করতে পারে।

৭। বাধাহীন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করাঃ

ক) সাংবাদিক এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষকদের বাধাহীনভাবে নির্বাচনী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

খ) সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা তাদের নিকটতম পারিবারিক সদস্য দ্বারা পরিচালিত ও রাজনৈতিক দলের 'ছায়া সংগঠন' হিসেবে ব্যবহৃত সংস্থাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে নিবন্ধনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা।

৮। ধাপে ধাপে (Staggered) নির্বাচন ও সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি (Proportional Voting System) প্রবর্তন:

ক) নির্বাচনী সহিংসতা, জঙ্গিবাদের বৈশ্বিক হুমকি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপ্রতুলতা প্রভৃতি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে ধাপে ধাপে নির্বাচন করা।

খ) কালো টাকা, মনোনয়ন বাণিজ্য ও পেশী শক্তির প্রভাব কমাতে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা।

ধন্যবাদান্তে,

সাইফুল হক তুষার
প্রেসিডেন্ট
মুভ ফাউন্ডেশন